ঈদ ফেস্টিভ্যাল-২০০৯

টি এম নাহিদ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৯, চিবা কেন এর ইয়াচিওদাই বুনকা কাইকান হলে, বাংলাদেশ কমিউনিটি, চিবা-জাপান আয়োজিত এক মনোজ্ঞ ঈদ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী মহলের অভিমত, এই প্রথম জাপানে এতো পূর্ণাঙ্গ ঈদ উদযাপন অনুষ্ঠান হলো। অনুষ্ঠানটিতে গতানুগতিকতার বাইরে, একটু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ঈদের আনন্দ যাতে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই চিন্তা থেকেই এই ভিন্নতা। ছোটদের জন্য ছিল বেলুন ফোলানো প্রতিযোগিতা। তাদের পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রে ছিল আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা। ছোটমনিরা প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হয়েছে, কেউ বাদ পড়ে নি। মহিলাদের জন্য ছিল সঙ্গীতের তালে তালে বালিশ বদল প্রতিযোগিতা। মজার এই অনুষ্ঠানটি ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে আনন্দ দিয়েছে। অনুষ্ঠানের আপ্যায়ন ছিল অসাধারণ। প্রবাসেও যে একেবারে বাঙ্গালী কায়দায় আতিথেয়তা করা যায়, তা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আয়োজকরা। শত শত মানুষের খাবার পরিবেশনায়, চোখে পড়ার মতো ত্রূটি ছিল না। ভোজ তালিকায় ছিল, বিরিয়ানী, সাদা ভাত, আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, বরবটি ভর্তা, ডাল ভর্তা, সবজী ভাজি, রোষ্ট, রেজালা, পায়েস, ক্ষীর, দই ও কোমল পাণীয়ের সমাহার। হরেক রকমের ভর্তা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন সবাই। ধন্যবাদ দিয়েছেন চিবা কেন এর ভাবীদের। জানা যায়, ভর্তা তৈরীতে হাত লাগিয়েছিলেন জাপানে সদ্য আগত একজন বাংলাদেশী নববধুও। আপ্যায়ন পর্ব যখন প্রায় শেষ, খবর এলো স্বপরিবারে অনুষ্ঠানে এসেছেন বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত স্বয়ং। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও তাঁর পত্নী।

হল তখন কানায় কানায় পূর্ণ। শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হলেও বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের গান উপভোগ করেন। ঈদের গান দিয়ে কনসার্ট শুরু করেন বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় গায়িকা নাজু আখন্দ ও জোছনা। একের পর এক গান গাইলেন তাঁরা। নাচলেন, নাচালেন, ঈদের আনন্দে মাতালেন সবাইকে। এক পর্যায়ে খন্দকার ঈসমাইলের ওয়াজ, পাগলা বাবুলের লালন গীতি ও মিমির গান যোগ হয় এই মহা উৎসবে। এই ঈদ ফেস্টিভ্যাল ভবিষ্যতেও প্রবাসীদের জীবনে মহামিলনের উৎসব হয়ে উঠুক, এটা ছিল অনুষ্ঠান শেষে সকলের প্রত্যাশা। এমন একটি অনবদ্য অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সবাই।